সংবাদ

তারিখ ... JUN 17 2006 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সংবাদ সম্মেলন

দাবি না মানলে সব বেসরকারি স্কুলে লাগাতার ধর্মঘট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০০৫ সালের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ উৎসব-ভাতা, চিকিৎসা-ভাতা প্রবৃদ্ধি, পদোন্নতি, সম্মানজনক বাড়িভাড়াসহ ৮ দফা দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। তাদের এ দাবি মানা না হলে আগামী ১৮ জুলাই থেকে সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম ধর্মঘটের ডাক দেয়া হবে বলে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ জানান।

গতকাল সকালে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ তাদের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক কাজী ফারুক আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আসাদুল হক, কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এমএ সাত্তার, কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ।

তাদের এ ৮ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ২১ জুন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস, ২২ জুন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও, ২৫ জুন ঢাকায় ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের দিনব্যাপী অনশন কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ২৯ জুন তাদের প্রস্তাব না মেনে বাজেট পাস করলে ৩০ জুন ঢাকা মহানগরের বিশেষ প্রতিবাদ ও ধিক্কার কর্মসূচি, ১ জুলাই সব উপজেলায় এবং ৬ জুলাই সব জেলা সদরে প্রতিবাদ ও ধিক্কার কর্মসূচি, এইচএসসি পরীক্ষা শেষে ১৮ জুলাই থেকে সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম ধর্মঘট এবং ২৭ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বৈষম্যের প্রতিবাদে ফ্রন্টের ৮ দফাসহ সব দাবি না মানা পর্যন্ত ঢাকায় মহাঅবস্থান ও শিক্ষক-

গতকাল সকালে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ তাদের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন বক্তব্য রাখছেন -সংবাদ

হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা লিখিত বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকারের গত পৌনে ৫ বছর থেকে বেতন বন্ধ, চাকরিচ্যুতি, প্রাপ্ত অধিকার হরণ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যতা, অব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়হীনতার কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত। শিক্ষা এখন পণ্য। এমন চরম প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে আজ দেশের সবাই অবগত। সরকার বরাবরের মতো অন্তের মারপ্যাঁচ করে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা ঘোষণা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতিবারই শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষায় মূল দায়িত্ব বহনকারী বেসরকারি শিক্ষকদের বঞ্চনা না কমে দিন দিন বেড়ে যায়। এর কারণ তাদের মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত রেখেই এ সরকার শিক্ষার তথাকথিত উন্নয়নে বিশ্বাসী। এবার বাজেটেও সরকার প্রস্তাবে প্রতিশ্রুত ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির বরাদ্দ না দিয়ে 'থোক চেষ্টা ও প্রতারণার নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে বক্তারা বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে প্রতিশ্রুত ১০ শতাংশ বর্ধিত ভাতা প্রদান, ১৯৯১-এর পরিবর্তে বর্তমান স্কেলে চিকিৎসা-ভাতা ও প্রবৃদ্ধি, পদোন্নতি, সম্মানজনক বাড়িভাড়া, পূর্ণাঙ্গ উৎসব-ভাতা, যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এমপিও, শিক্ষা জীবন সমাপনকারীদের বেকার-ভাতা দেয়ার জন্য অর্থ সংস্থান, শিক্ষক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষায় গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, সরকারি শিক্ষকদের মতো বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আমলের 'সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বলে গণ্য' এবং শিক্ষা উপকরণ ও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবারের বাজেট পাস করার জোর দাবি জানান। তারা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে 'স্টপ পেমেন্ট' আদেশ দিয়ে বেতন বন্ধের তীব্র